তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)

কথাসাহিত্যিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বনগ্রামের নিকটবর্তী বাগআঁচড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তারকনাথ মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হন এবং কর্মজীবনে সরকারি চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাঁর সহপাঠী বন্ধুর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নকালেও তাঁর প্রধান অনুরাগ ছিল

সাহিত্য এবং ইতিহাসের প্রতি। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তারকনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' রচনা করেন। এই উপন্যাসটি অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করায় তিনি পরপর আরও চারখানি উপন্যাস রচনা করেন—'ললিত সৌদামিনী' (১৮৮২), 'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭), 'তিনটি গল্প' (১৮৮৯) এবং 'অদৃষ্ট' (১৮৯২)। তারকনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক একখানি সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন এবং স্বয়ং ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে 'কল্পলতা' নামক একখানি সাময়িক পত্র সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেন। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটিকে অমৃতলাল বসু 'সরলা' নামে নাট্যরূপ দান করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তারকনাথ পরলোকগমন করেন।

❖ **স্বর্ণলতা ঃ** বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যখন মধ্য গগনে, তখন তারকনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' রচনা করেন। বিস্ময়ের বিষয়, এই অবস্থাতেও তিনি শুধু বঙ্কিম-প্রভাব থেকে মুক্তই ছিলেন না, বঙ্কিম-প্রভাবকে সদর্পে অস্বীকার করবারও সাহস দেখিয়েছিলেন। তিনি বঙ্কিমের রোমান্সপ্রীতি এবং অতিকাল্পনিকতার প্রকারান্তরে নিন্দা করে ধূলিমাটির গ্রাম বাংলাকে নিয়ে খাঁটি গার্হস্থ্য জীবনের অতিশয় বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে। তাঁর এই বঙ্কিম-প্রবর্তিত পথকে এড়িয়ে অননানিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পথযাত্রাকে সেকালের পাঠকসমাজ সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এমন কি, স্বর্ণলতার অতিশয়িত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা একসময় বঙ্কিমের জনপ্রিয়তাকেও যেন ম্লান করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে, স্বর্ণলতার শিল্পগুণ নয়, এর অনন্যপরতন্ত্রতাই ছিল প্রশংসার মূলে। তাই একালে, যখন এ জাতীয় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার ভিড়ে স্বর্ণলতা হারিয়ে গেছে। আর শিল্পগুণসমৃদ্ধ বঙ্কিম রচনাবলী এখনও দেদীপ্যমান।

বিগত শতকের গ্রাম বাংলার একটি নিখুঁত সমাজচিত্র এবং একান্নবর্তী পরিবারের গার্হস্থ্য জীবনের সামগ্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটিতে। শশিভূষণ এবং বিধুভূষণ—দুই ভ্রাতার মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য থাকা সত্ত্বেও বড় বউ ক্রূরমনা প্রমদার কুটিলতার চক্রান্তে বিধুভূষণ পৃথগন্ন হতে বাধ্য হয়। শিল্পী বিধুভূষণের সংসার আর চলতে চায় না। বাধ্য হয়ে জীবিকার্জনের তাগিদে তাকে কলকাতা চলে যেতে হয়। দীর্ঘদিনের কঠিন সাধনায় বিধুভূষণ সাফল্য অর্জন করে যখন ঘরে ফিরল, তখন ছোটো বউ সরলা জীবন সংগ্রামে কঠিন শ্রমসত্ত্বেও পরাজিত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত। এবং শেষপর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করে। গ্রন্থের পরবর্তী অংশে বিধুভূষণের পুত্র গোপাল এবং তার বন্ধুর ভগিনী স্বর্ণলতার প্রণয়, প্রচুর বাধা বিপত্তি ও শেষপর্যন্ত মিলনে গ্রন্থের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে।

গ্রন্থের শেষ অংশে স্বর্ণলতার প্রাধান্য থাকলেও মূল কাহিনিটি আবর্তিত হয়েছে সরলার জীবন-যন্ত্রণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে। তাই পাঠকের আকর্ষণও সরলার প্রতি। এই কারণেই গ্রন্থনাম 'স্বর্ণলতা' সমীচীন মনে হয় না। অনুমান করা যায়, এই যুক্তিটি মাথায় রেখেই পরবর্তীকালে যখন 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করা হয় তখন তার নাম রাখা হয় 'সরলা'। নাট্যকার ও অভিনেতা অমৃতলাল বসুর প্রচেষ্টায় এই নাট্যরূপ রচিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, 'সরলা' নাটকের বিশেষত সরলা চরিত্রের অভিনয় দর্শনের জন্য সুদূর গ্রাম বাংলা থেকেও বহু দর্শক কলকাতা চলে আসতেন।

'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এর বাস্তবতা। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম বাংলার যথার্থ মানুষকে তাঁর কোনো উপন্যাসে উপস্থাপিত করতে পারেননি। তাঁর উপন্যাসগুলির নায়কেরা সর্বভারতীয় উচ্চবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, কিন্তু তাদের কাউকে খাঁটি বাংলার মাটির মানুষ বলে মনে হয় না। তারকনাথ এখানেই জিতে গেলেন, এছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। তিনি যে সকল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাদের কোনোটিই বিকাশধর্মী নয়—খুব ভালো অথবা খুব খারাপ। এদের মধ্যে একমাত্র নীলাম্বর চরিত্রটি অনেকটা সজীবতা লাভ করেছে। গ্রাম্য চিত্র বর্ণনায় এবং গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণে যাথার্থ্যের পরিচয় থাকলেও

সম্ভবত গ্রন্থের সার্থকতা বিষয়ে লেখকের নিজেরই যথেষ্ট সংশয় ছিল, এই কারণেই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকর্তার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

গ্রন্থকর্তা তারকনাথের জীবিতকালেই গ্রন্থের সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। স্বর্ণলতার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি এরপর আরো চারখানি উপন্যাস রচনা করেন—ললিত-সৌদামিনী, হরিষে বিষাদ, তিনটি গল্প ও অদৃষ্ট। এছাড়া 'বিধিলিপি' নামক অপর একখানি গ্রন্থ অসমাপ্ত রয়েছে। স্বর্ণলতা উপন্যাসের ধারাই এ উপন্যাসগুলিতে অনুসৃত হওয়াতে বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের অভাবহেতু এগুলি পাঠক সমাজের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়েছে। তবে উপন্যাসটি সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "তিনিই বঙ্কিমের প্রতিভার বিমিশ্র জটিলতা, বিচিত্র উপাদান গঠিত অপূর্ব শিল্পসুষমা হইতে একটিমাত্র উপাদান পৃথক করিয়া উহাকে বাঙালিসুলভ সহজ জীবনপ্রীতি ও কোমলভাব রমণীয়তায় অভিষিক্ত করিয়া পরবর্তীযুগের ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীর হাতে সমর্পণ করিলেন ও এই ধারা দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে উহার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।" মনীষী অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, "'স্বর্ণলতা' বাদ দিলে তাঁর পরবর্তী কোন উপন্যাস ও গল্পকাহিনি 'স্বর্ণলতা'র তুল্য যশোলাভ করতে পারেননি, সবদিক দিয়ে সেগুলি অতি নিকৃষ্ট। প্রথম উপন্যাসেই তাঁর প্রতিভার যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে।"